নাটা বুলেটিন

NATA BULLETIN

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির একটি প্রকাশনা : জানুয়ারি-জুন ২০১৯

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১
www.nata.gov.bd

নাটা বুলেটিন

উপদেষ্টা

ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নাটা

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন

উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা), নাটা

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান

উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), নাটা

মোঃ সাইফুল ইসলাম

সিনিয়র সহকারি পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ), নাটা

মাহমুদা হক

সিনিয়র সহকারি পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন), নাটা

সুমাইয়া শারমিন

পাবলিকেশন অফিসার, নাটা

প্রকাশকাল

আগষ্ট ২০১৯

সংখ্যা

২০০ (দুইশত) কপি

মুদ্রণ ও বাঁধায় ঃ

আফজাল প্রিন্টিং প্রেস

মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রকাশনায়

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

www.nata.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	এক নজরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর	০৩
০২	প্রশিক্ষণ পরিক্রমা (জানুয়ারি-জুন/২০১৯)	০৪
০৩	এন-২৫তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	০৫
০৪	কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা	০৭
০৫	"কৃষিবিদ দিবস ২০১৯"	০৭
০৬	এন-২৬তম NARS বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০৮
০৭	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯	১০
০৮	নাটা'র প্ল্যান্ট প্রোটেকশন মিউজিয়াম ডিজিটালাইজেশান	১০
০৯	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯	১১
১০	DG's Tea	১২
১১	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১২
১২	বি ও সি (১০ম-২০তম গ্রেড) ক্যাটাগরির ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি-জুন/'১৯)	১৪
১৩	NATP Phase-II প্রকল্পের আওতায় ডিএই কর্মকর্তাদের আইসিটি শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৫
১৪	নাটায় ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব (DSDL) কর্মশালা অনুষ্ঠিত	১৬
১৫	উচ্চ শিক্ষায় নাটার কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণ	১৮
১৬	রিভিউ এবং ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ, ২০১৯	১৯
১৭	মায়াজাল (নাটার আবাসিক এলাকা)	২১
১৮	বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য	২৩

এক নজরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর পশ্চিম পার্শ্বে মনোরম পরিবেশে পূর্বতন সার্ডির অবকাঠামো ও জমিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জাইকার (JICA) সহায়তা প্রকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) ডিএই-র প্রশিক্ষণ উইং-এ অঙ্গীভূত হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ০৩ এপ্রিল সরকারী আদেশ জারির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০১৪ এর জুন মাসে মহাপরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

ভিশন

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠন।

মিশন

- মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদের উন্নয়ন;
- কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা; এবং
- জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা।

সেবাসমূহ/কার্যাবলী

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;
- বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্য ও প্রকাশনা সার্ভিসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন;
- প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইনডাকশন, ফাউন্ডেশন এবং সিনিয়র স্টাফ কোর্সের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ চাহিদাভিত্তিক সকল প্রকার চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের আয়োজন;
- কৃষি নীতিমালার কাঠামো গঠন ও বিশ্লেষণে সরকার এবং নীতি-নির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান;
- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতি, ২০০৩ এর আলোকে একাডেমির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন দায়িত্ব পালন।

প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান

ক্র.নং	অর্থ বছর	সংখ্যা (জন)
১	২০১৪-২০১৫	১২০
২	২০১৫-২০১৬	৫২২
৩	২০১৬-২০১৭	৭৬৪
৪	২০১৭-২০১৮	১৩২৮
৫	২০১৮-২০১৯	১২৯৪

প্রশিক্ষণ পরিক্রমা (জানুয়ারি-জুন/২০১৯)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা-২০১৯ অনুসারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জানুয়ারি-জুন সময়কালে মোট ২০ টি কোর্সে ৫৫৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স দেশের সুনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক দক্ষ রিসোর্স স্পিকারের উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। কৃষির সর্বশেষ প্রযুক্তিটি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পরিচিত করতে নাটা সবসময় বদ্ধ পরিকর।

কোর্স সমূহের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল :

নং	কোর্স	কোর্স সমন্বয়কারী	পদবী	সময়কাল	সংখ্যা (জন)
০১	Food Security	ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	উপপরিচালক	৬-১০ জানুয়ারি/২০১৯	২৯
০২	Food Processing & Preservation Techniques	ড. মোঃ মঈন উদ্দিন	উপপরিচালক	১৩-১৭ জানুয়ারি/২০১৯	৩০
০৩	Training cum workshop on e-Learning	ড. মোঃ ছাইদুর রহমান	উপপরিচালক	১৯-২০ জানুয়ারি/২০১৯	২৪
০৪	Good Governance	ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	উপপরিচালক	২০-২৪ জানুয়ারি/২০১৯	৩০
০৫	Civil case, NIS, RTI, SDGs, APA and Management of Agril. Rules & Regulations	মো: জামাল উদ্দীন	উপপরিচালক	২৭-৩১ জানুয়ারি/২০১৯	২৬
০৬	Value Chain Management of Important Crops	মোঃ মাহমুদ হাসান	উপপরিচালক	২৭-৩১ জানুয়ারি/২০১৯	২৮
০৭	Commercial Farm Management	ড. মুহম্মদ শরিফুল ইসলাম	উপপরিচালক	২৭-৩১ জানুয়ারি/২০১৯	২৫
০৮	Advance ICT	ড. মোঃ ছাইদুর রহমান	উপপরিচালক	০৩-১৭ ফেব্রুয়ারি/২০১৯	২৫
০৯	Public Finnancial Management	রঞ্জিৎ কুমার পাল	উপপরিচালক	১০-১৪ ফেব্রুয়ারি/২০১৯	২৫
১০	Human Resource Management	মোসাঃ মুসফিকা হাসনীন চৌধুরী	সি.সহাকারি পরিচালক	২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৯	২৭
১১	TOT on Teaching Methods & Techniques	আনোয়ারা আখতার	উপপরিচালক	২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৯	২৭
১২	Food Security	ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	উপপরিচালক	০৩-০৭ মার্চ/২০১৯	৩০
১৩	Commercial Farm Management	ড. মুহম্মদ শরিফুল ইসলাম	উপপরিচালক	১০-১৪ মার্চ/২০১৯	২৬
১৪	TOT on Teaching Methods & Techniques	আনোয়ারা আখতার	উপপরিচালক	১৮-২২ মার্চ/২০১৯	২৮
১৫	Soil Health Management	মোসাঃ মুসফিকা হাসনীন চৌধুরী	সি.সহাকারি পরিচালক	৩১/০৩/১৯-০৪/০৪/১৯	২৫
১৬	Eco-Friendly Plant Protection Technology	মোছাঃ শারমীন আখতার	সি.সহাকারি পরিচালক	১৫-১৯ এপ্রিল/১৯	২৪
১৭	Public Procurment Procedure	মোঃ তাহাজুল ইসলাম	সি.সহাকারি পরিচালক	১৬-২৫ এপ্রিল/১৯	২৫
১৮	Advance ICT Management	ড. মোঃ ছাইদুর রহমান	উপপরিচালক	১৬-৩০ এপ্রিল/১৯	২৫
১৯	Good Agricultural Practices	মোঃ মাহমুদ হাসান	উপপরিচালক	১৮-২২ মে/১৯	৫০
২০	Intigrated Water Resource Management in agriculture	রঞ্জিৎ কুমার পাল	উপপরিচালক	২৫-২৯ মে/১৯	২৭
				মোট =	৫৫৬

এন-২৫তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

ডঃ মোঃ আব্দুল মাজেদ
উপপরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুরে প্রথমবারের মতো NARS বিজ্ঞানীদের চার (০৪) মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১১টি প্রতিষ্ঠানের মোট ৪০ জন বিজ্ঞানীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গত ৫ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে এন-২৫তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরু হয়। আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সৈয়দ আহম্মদ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক মুন্সি মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কোর্স কো-অর্ডিনেটর (একাডেমিক) হিসেবে ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, উপপরিচালক, নাটা; কোর্স কো-অর্ডিনেটর (এক্সট্রা-একাডেমিক) হিসেবে ড. মোঃ আব্দুল মাজেদ, উপপরিচালক, নাটা; সহকারি কোর্স কো-অর্ডিনেটর (একাডেমিক) হিসেবে খবীরুন্নাহার, সিনিয়র সহকারি পরিচালক, নাটা এবং সহকারি কোর্স কো-অর্ডিনেটর (ফিনান্স) হিসেবে মোঃ ইসকান্দার হোসেন, সিনিয়র সহকারি পরিচালক, নাটা দায়িত্ব পালন করেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি, গ্রাম সমীক্ষা ও কার ড্রাইভিংসহ মোট ২৬টি মডিউল অর্ন্তভূক্ত ছিল। দেশের খ্যাতনামা বিষয় বিশেষজ্ঞ রিসোর্স স্পিকারের মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করা হয়। সম্প্রসারণ বক্তা হিসেবে ড. মোঃ আতিউর রহমান, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক গর্ভনর, বাংলাদেশ ব্যাংক; ড. মোঃ আইনুন নিশাত, বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ; প্রফেসর ড. মোঃ সামছুল আলম, সিনিয়র সচিব ও সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণকালীন বিভিন্ন জাতীয় দিবসে অংশগ্রহনসহ মেস নাইট ও গেস্ট নাইটের আয়োজন করেন-যা তাদের এক্সট্রা-একাডেমিক জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী পরিসংখ্যান

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা (জন)			মন্তব্য
		পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১	০	১	সহকারি পরিচালক-১
২	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১১	২	১৩	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-১৩
৩	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪	১	৫	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-৫
৪	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	৩	৪	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-৪
৫	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২	১	৩	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-৩
৬	বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩	০	৩	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-৩
৭	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৩	০	৩	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-৩
৮	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	১	২	রিসার্চ অফিসার-২
৯	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	২	০	২	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-১ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-১
১০	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	২	০	২	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-২
১১	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	২	০	২	তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা-২
	মোট =	৩২	৮	৪০	

২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জাকজমকপূর্ণ সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এন-২৫তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ এবং প্রমূখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা। প্রশিক্ষণার্থীদের ৪০ জনই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এদের মধ্যে ৫ জন সার্বিক ফলাফল বিবেচনায় বিশেষ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুরকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন।

ক্রমানুসারে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা

Position	Name of Award	Name and Designation	Institute
1st	Executive chairman's Award	Md. Moshiur Rahman Akonda Scientific Officer	Bangladesh Tea Research Institute
2nd	Director General's Award	A.F.M.Ruhul Quddus, Scientific Officer	Bangladesh Agriculture Research Institute
3rd	Merit Medal (Gold)	Md. Nazmul Hasan Mehedi Scientific Officer	Bangladesh Nuclear Agriculture Research Institute
4th	Merit Medal (Silver-1)	Md. Mostake Ahmed, Scientific Officer	Bangladesh Sugar Crop Research Institute
5th	Merit Medal (Silver-2)	Mahmuda Khatun, Scientific Officer	Bangladesh Jute Research Institute

কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের মনোনয়নে চতুর্থবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ৮ জানুয়ারি/২০১৯ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর পরিবারের পক্ষে ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, সে সময় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

"কৃষিবিদ দিবস ২০১৯"

মাহমুদা হক
সিনিয়র সহকারি পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় কৃষিবিদদের চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা ঘোষণা দেন। তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণার পথ ধরেই আজ কৃষিবিদগণ সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কৃষি শিক্ষা ও কৃষিবিদদের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদানের ঐতিহাসিক ঘোষণা আজও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে স্লোগান হিসেবে 'বঙ্গবন্ধুর অবদান-কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান' সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। জাতির পিতার স্মৃতি জাগানিয়া ঐতিহাসিক স্থানটি চিহ্নিত করে গড়ে তোলা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি চত্বর।' জাতির জনকের দেয়া কৃষিবিদদের ঐতিহাসিক এ সম্মানকে স্মরণীয় করে রাখতেই প্রতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি জাঁকজমকপূর্ণভাবে কৃষিবিদগণ দিবসটিকে 'কৃষিবিদ দিবস' হিসাবে পালন করে আসছেন।

এ বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দিবসটি পালনে ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জা, আতশবাজি, ফানুস উড্ডয়ন, আনন্দ শোভাযাত্রা আয়োজন করে। বাকৃবি কর্তপক্ষ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে কৃষি উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত ও সংহত করার ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আধুনিক কৃষি' বিষয়ক একটি জাতীয় সেমিনার, কৃতি এ্যালামনাই, সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচী আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম.পি মহোদয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে কৃষি মন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম.পি বলেন, "যারা কৃষি নিয়ে কাজ করে তারাই সভ্যতার নির্মাতা। প্রাচীন মর্যাদাপূর্ণ পেশা কৃষি। দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষিতে উন্নয়ন করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন স্বাধীনতা উত্তর কৃষি গ্রাজুয়েটবৃন্দের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ আজ সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। তিনি আরও বলেন জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কৃষক বান্ধব ও কৃষি বান্ধব।

১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কৃষিবিদ দিবস অনুষ্ঠানে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির সম্মানিত সকল কৃষিবিদবৃন্দ মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সকাল ৬.৩০ ঘটিকায় একাডেমির ক্যাম্পাস হতে রওনা হয়ে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছেন এবং দিনব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এন-২৬তম NARS বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

মোঃ জামাল উদ্দীন
উপপরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষিক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের একটি অন্যতম শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭ টি সংস্থার মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ণের জন্য নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬ জুন ২০১৯ পর্যন্ত নাটার সবুজ চত্বরে নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের নিয়ে শুরু হয়েছিল এন-২৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স। এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন নার্সভুক্ত ১০টি প্রতিষ্ঠান যথা- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর প্রথম শ্রেণীর ৪০ জন কর্মকর্তা তথা বিজ্ঞানীবৃন্দ।

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব দৃঢ় করা, সৃজনশীলতা জাগিয়ে তোলা, নেতৃত্ব গুনাবলী বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করাই ছিল এই কোর্সের মূল লক্ষ্য। এছাড়া এই কোর্স দেশের সংস্কৃতি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ এবং ইতিহাসের বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিত করতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে।

এই প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৫টি মডিউলে ২১৭টি বিষয়ের উপর ৬৪টি কর্ম দিবসে ২৫৮টি ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষাণার্থীদের কর্মক্ষেত্রে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা রাখবে এমন কিছু মডিউল হচ্ছে অফিস ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি, ইনোভেশন, ইংলিশ লেংগুয়েজ, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, গাড়ি চালনা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

এই কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণাথীবৃন্দ গবেষণা কার্যক্রম সর্ম্পকে পরিচিতির জন্য রংপুর, কুমিল্লা ও বরিশালে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি থেকে মাঠে গবেষণা কার্যক্রম এবং সমস্যার সরাসরি পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এরপর উক্ত জেলার অধীনে প্রত্যন্ত এলাকায় ০৭ দিনের গ্রাম সমীক্ষা কার্যক্রমে সরাসরি কৃষকের সাথে চলমান কৃষির সমস্যা, সম্ভাবনা, কৃষকের চাহিদা ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তার প্রতিবেদন আমাদের নিকট জমা দিয়েছেন।

অর্গানাইজেশনাল ভিজিট এর অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।

এছাড়াও সচিবালয় সংযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করেন যা তাদের কর্মজীবনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

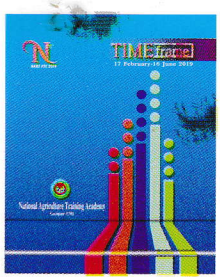

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ প্রশিক্ষণ ক্লাস, পরীক্ষা ও এসাইনমেন্ট ছাড়াও বিভিন্ন এক্সট্রা-কারিকুলাম কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাতীয় দিবস উদযাপন, খেলাধুলা ও শরীরচর্চা। ফলে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি শারিরীক ও মানসিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। তাছাড়া প্রশিক্ষণকালীন ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও প্রশিক্ষাণার্থীবৃন্দ নিয়মিত দেয়ালিকা প্রকাশ করেছেন এবং একটি সুন্দর সূভ্যেনির উপহার দিয়েছেন।

এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রিসোর্স স্পিকার, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ সাবেক ও বর্তমান সচিব মহোদয়গন, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, ব্রি, বারি, ডিএইর বর্তমান ও সাবেক মহাপরিচালকগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, বিপিএটিসির দক্ষ রিসোর্স স্পিকারগণ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ গবেষকগণ এবং নাটার সম্মানিত অনুষদ সদস্যবৃন্দ দ্বারা সেশন পরিচালনা করা হয়েছে।

এ সকল রিসোর্স স্পিকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মোঃ আতিউর রহমান; পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) অধ্যাপক ড. সামছুল আলম; কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আব্দুর রৌফ; পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত; ব্লু-ইকোনমি খ্যাতনামা সমুদ্র বিশেষজ্ঞ ব্রিগ্রেডিয়ার খুরশীদ আলম; বিএআরসির প্রাক্তন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবির ও সার্ক কৃষি সেন্টারের পরিচালক ড. শেখ বখতিয়ারসহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ।

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নাটার সম্মানিত মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোঃ আঃ ছালাম; কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নাটা, গাজীপুর। কোর্সটিতে কোর্স কো-অর্ডিনেটর (একাডেমিক) এর দায়িত্ব পালন করেন মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব) এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর (এক্সট্রা-একাডেমিক) এর দায়িত্ব পালন করেন ড. মোঃ মঈন উদ্দিন, উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)। সহকারি কোর্স কো-অর্ডিনেটর (একাডেমিক) এর দায়িত্ব পালন করেন খবীরুন্নাহার, সিনিয়র সহকারি পরিচালক এবং সহকারি কোর্স কো-অর্ডিনেটর (জেনারেল এন্ড ফিন্যান্স) এর দায়িত্ব পালন করেন মোঃ ইসকান্দার হোসেন, সিনিয়র সহকারি পরিচালক, নাটা, গাজীপুর।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯

সুমাইয়া শারমিন
পাবলিকেশন অফিসার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ পালিত হয়েছে। ভোরে প্রভাতফেরী ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের (অর্ধনমিত) মধ্য দিয়ে একাডেমিতে শহীদ দিবসের সূচনা করা হয় এবং ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে একাডেমির ক্লাশ রুম-১ এ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর উপর বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটার মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোঃ আঃ ছালাম। আলোচনা সভায় নাটার সকল কর্মকর্তাগন এবং এন-২৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহন করেন। আলোচনা শেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে কবিতা আবৃত্তি ও দলীয় সংগীতের পরিবেশনা হয়। বাদ যোহর একাডেমির জামে মসজিদে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে নাটার প্রধান ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে আলোক সজ্জা করা হয়।

নাটা'র প্ল্যান্ট প্রোটেকশন মিউজিয়াম ডিজিটালাইজেশান

লায়লাতুল রোকসানা লিমা
সিনিয়র সহকারি পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

১৯৯৬ সালে স্থাপিত সাবেক সার্ডি তথা বর্তমান নাটা'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ জাদুঘরটি একটি সমৃদ্ধ কৃষি সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালাটিতে প্রায় ৩৫০০ টি বিভিন্ন কৃষি নমুনা (ফসলের উপকারী ও ক্ষতিকর পোকা, ফসলে পোকার আক্রমণের ধরণ, ফসলের বিভিন্ন রোগের নমুনা ইত্যাদি) প্রিজারভেটিভ দ্বারা কাঁচের জারে সংরক্ষণ করা আছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা এই প্ল্যান্ট প্রোটেকশন মিউজিয়ামটি ভিজিট করে থাকেন এবং বাস্তব নমুনাগুলো দেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ করেন। তাছাড়া মিউজিয়ামটিতে একটি সুন্দর এ্যাকুরিয়াম রয়েছে, যা দর্শণার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষন করছে।

মিউজিয়ামটি যাতে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের হাতের নাগালে আসে সেজন্য নাটা কর্তৃপক্ষ প্ল্যান্ট প্রোটেকশন মিউজিয়ামটি ডিজিটালাইজেশনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে। ওয়েবসাইট ও মোবাইল এ্যাপস্ দুই পদ্ধতিতেই প্ল্যান্ট প্রোটেকশন মিউজিয়ামটি ভিজিট করা যাবে। ভিজিটর'রা সহজেই ফসলের রোগ ও পোকার আক্রমণের নমুনা ১৮০° রোটেশান এবং ম্যাগনিফাইয়িং ভিউ এ দেখতে পারবে এবং ডাউনলোড করতে পারবে। বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির প্রকৃতির ভিডিও, জীবনচক্র ও ব্যবস্থাপনাও থাকবে ওয়েবসাইটটিতে। কৃষির বিভিন্ন সমস্যার বাস্তব নমুনা এবং সমাধানের একটি কমপ্লিট ডিজিটাল প্যাকেজ হিসেবে এটি যেমন কাজ করবে, তেমনি বিশ্বব্যাপী নাটার পরিচিতি বাড়বে। ড. মোঃ ছাইদুর রহমান, ডিডি (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), নাটা এর তত্ত্বাবধানে এই ডিজিটালাইজেশনের দায়িত্বে আছেন সিনিয়র সহকারি পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম, শামসুন্নাহার ও লায়লাতুল রোকসানা লিমা। আর প্ল্যান্ট প্রোটেকশন মিউজিয়ামটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন মোঃ জামাল উদ্দিন, উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব), নাটা।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯

সুমাইয়া শারমিন
পাবলিকেশন অফিসার
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ৪৮তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এ পালিত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে একাডেমির প্রধান ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে আলোক সজ্জা করা হয়। ভোরে একাডেমির প্রধান ফটকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের সূচনা হয়। পরে স্বাধীনতার মহান শহীদদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা জানান হয়। সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় দিবসের নির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক একাডেমির ১ নং ক্লাসরুমে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোঃ আঃ ছালাম এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ড. মোঃ আবু সাঈদ মিঞা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নাটা মহোদয়। এন-২৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীসহ একাডেমির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান, দেশ মাতৃকার জন্য শহীদের আত্মহুতি, আগামীতে সোনার বাংলা গড়ায় আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সকল কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবলসহ অন্যান্য খেলা যেমন হ্যান্ডবল, ভলিবল, মিউজিক্যাল চেয়ার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। আর্কষণীয় পুরস্কার বিতরনের মাধ্যমে খেলাধুলা পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বাদ যোহর একাডেমির জামে মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

DG's Tea

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারি পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

মহাপরিচালক মহোদয়ের চা অর্থাৎ ডিজি'স টি NARS Foundation Training এর একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ বিকেল ৩.৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর প্রধান ফটকের লনে ডিজি'স টি অনুষ্ঠিত হয়। নাটা'এর সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার, এন-২৬ NARS বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সকল প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এই আয়োজনে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ কুশলাদি বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, কৌতুক, ছোট গল্পের মাধ্যমে টি পার্টিকে মিলনমেলায় পরিণত করে। কোর্স পরিচালক মহোদয় কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি দু'টি কৌতুক বলে অনুষ্ঠানে আনন্দধারার সূচনা করেন। "ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে ভাব বিনিময় আর সাথে খোলা লনে চা" এরকম একটি বিশেষ আয়োজনের জন্য বীর জাহাঙ্গীর সিরাজী (এন-২৬ NARS বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থী) নাটা কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ড. মোঃ আঃ ছালাম, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নাটা মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, DG's টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের একটি অংশ। এর মাধ্যমে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের হৃদ্যতা বাড়বে এবং চার মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা নাটা পরিবারের সাথে নিজেদের একাত্ম করে নিয়েছে। সবশেষে সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চা আর গল্পে গল্পে ভরে তোলে নাটার ফুল বাগানের লন আর সমাপ্তি হয় এক আনন্দ মেলার। ধন্যবাদ নাটা।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

আবুল কালাম আজাদ
সহকারি প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- ❖ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন।
- ❖ মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।
- ❖ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (স্থানীয় মুদ্রায়)	:	৫২৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (আরএডিপিপি) এল.জি.ই.ডি. ৩৯৮৮.৮২ লক্ষ টাকা (৭৫.০০%) নাটা ১২২০.৬২ লক্ষ টাকা (২৫.০০%)
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	:	অক্টোবর ২০১৫- জুন ২০২০ খ্রি.
একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন	:	৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন	:	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন	:	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর

প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধনখাতে ১৪০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৫২.৭১ লক্ষ টাকা। অর্জন (৮৯.৮৩%)।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১৮৫.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪৩৭.৪১ লক্ষ টাকা। অর্জন (৯৭.২০%)।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ৫৪৮.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধনখাতে ৫২০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১০৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১০৪০.৩১ লক্ষ টাকা। অর্জন (৯৭.৪২%)।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ৩১৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১১৭০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৪৮৩.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের মধ্যে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৬৩.৫৯ লক্ষ টাকা। অর্জন (৯৮.৭০%) এবং নির্মাণ ও মেরামত কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৯%।

গত ২৬/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার অংশগ্রহণে Development Plan to Modernize National Agriculture Training Academy শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: আরিফুর রহমান অপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটার সাবেক দুইজন মহাপরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ মাহমুদুল হাসান। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি যেমন- লেবার শেড মেরামত, ফার্ম ড্রেন নির্মাণ, আবাসিক এলাকায় ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, আবাসিক ভবন মেরামত, অফিস ভবন মেরামত, ডরমিটরি রিনোভেশন, ডরমিটরি রিমডেলিং, অডিটরিয়াম আপগ্রেডেশন, ডিজি বাংলো নির্মাণ, ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মাণ, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন এবং ডরমিটরি নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন অফিস ইন্টারনাল রোড, লিংক রোড, অফিস বিল্ডিং, ডরমিটরি বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টারকাম ডে-কেয়ার সেন্টারকাম গেস্ট হাউজ কাম অফিসার্স ডরমিটরি উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ নতুনভাবে ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং ডিপিপি সংশোধনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ আঃ ছালাম, মহাপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), নাটা, গাজীপুর। কর্মশালা শেষে প্রকল্প পরিচালক প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিদের প্রকল্পের কার্যক্রম এলাকা পরিদর্শন করেন।

বি ও সি (১০ম-২০তম গ্রেড) ক্যাটাগরির ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি-জুন/'১৯)

মাহমুদা হক
সিনিয়র সহকারি পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

২০১৬ সালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন গণকর্মচারীদের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) প্রতি বছর ১০তম-২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি-জুন/১৯ সময়ে নাটায় ১০তম-২০তম গ্রেডের মোট ১৯ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিমাসে ৫ ঘন্টা করে ছয় মাসে ৩০ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সম্মানিত অনুষদবর্গ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন।

বি ও সি (১০তম-২০তম গ্রেড) ক্যাটাগরি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ছক
জানুয়ারি-জুন/২০১৯

মাস	বিষয়
জানুয়ারি/১৯	১. দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা ২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অফিস পরিবেশ ও পোষাক পরিচ্ছন্নতা ৩. জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ ও সুষ্ঠ ব্যবহার (বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস) ৪. চাকরি বহি ব্যবস্থাপনা ও সার্ভিস ভেরিফিকেশন স্টেটমেন্ট নির্ণয় ৫. পুষ্টি উপাদান, দৈনিক চাহিদা ও উৎস
ফেব্রুয়ারি/১৯	১. নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯; ছুটিকালীন বেতন ও প্রাপ্য সুবিধা এবং ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান ২. ছুটি বিধিঃ নৈমিত্তিক ছুটি, অসাধারন ছুটি, প্রসূতি ছুটি, ঐচ্ছিক ছুটি, অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি, চিকিৎসালয় ছুটি, বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি,সংগনিরোধ ছুটি ৩. ছুটি বিধিঃ অর্জিত ছুটি, অবসর-উত্তর ছুটি, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, বাধ্যতামুলক ছুটি, বিনা বেতনে ছুটি ৪. অর্জিত ছুটি ও অন্যান্য ছুটির হিসাব নির্ণয় ৫. কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি ও বেতন বিল প্রস্তুত
মার্চ/১৯	১. বিভিন্ন প্রকার পেনশন ২. পেনশন সহজীকরন নীতিমালা ৩. পেনশন প্রাপ্তির যোগ্যতা, নিয়মাবলী ও জরুরী বিষয়াবলী ৪. আনুতোষিক নির্ণয় ও ছুটি নগদায়ন ৫. ছুটির হিসাব নির্ণয় এবং পিআরএল ও পেনশন অবস্থায় প্রাপ্য বেতন-ভাতা/ সুবিধা

মাস	বিষয়
এপ্রিল/১৯	১. সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ ২. বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম এবং সুদের উপর মোট কিস্তি নির্ণয় ৩. কম্পিউটারে এমএস এক্সেল পরিচিতি ও এর ব্যবহার
মে/১৯	১. ভ্রমন ভাতা সংক্রান্ত বিধান ২. বিভিন্ন প্রকার ভাতা ও সম্মানী ৩. গৌন পুষ্টি উপাদানের কাজ এবং উৎস ৪. নিরাপদ খাদ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৫. নারী ও শিশু উন্নয়ন
জুন/১৯	১. দাপ্তরিক হিসাব ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা ২. দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন ও টিম ওয়ার্ক ৩. সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তাঃ দাপ্তরিক নিরাপত্তা ৪. কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি, আইন ও বিধি ৫. উন্নয়ন ও বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মচারীরা যে সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হয়েছেন-

* একাডেমির কাজের ধারা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারনা লাভ।
* অফিস ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব নিরীক্ষা বিষয়ে দাপ্তরিক দক্ষতা লাভ।
* পেশাগত দক্ষতা লাভ।
* কম্পিউটার ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া।
* গণমুখী এবং জনকল্যান আঙ্কাখী হতে উদ্বুদ্ধকরণ।
* জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবহারে সচেতন হওয়া।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বি ও সি (১০তম-২০তম গ্রেড) ক্যাটাগরি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কৃষিবিদ ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, উপপরিচালক (এগ্রোনমি), নাটা, গাজীপুর। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নাটা প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের পাশাপাশি সংস্থার কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে ।

NATP Phase-II প্রকল্পের আওতায় ডিএই কর্মকর্তাদের আইসিটি শীর্ষক প্রশিক্ষণ

নাঈমা সুলতানা
সিনিয়র সহকারি পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (NATP-2), ডিএই এর অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের Information & Communication Technology (ICT) শীর্ষক ১২ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ব্যাচে ২০ (বিশ) জন করে তিন ব্যাচে মোট ৬০ (ষাট) জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১ম ব্যাচঃ ৩১ মার্চ হতে ১১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ
২য় ব্যাচঃ ২০ মে হতে ৩১ মে ২০১৯ খ্রিঃ
৩য় ব্যাচঃ ১৬ জুন হতে ২৭ জুন ২০১৯ খ্রিঃ

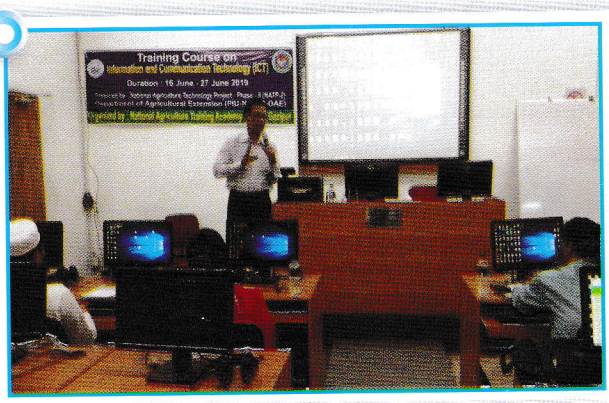

প্রশিক্ষণে কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একাডেমির উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস) ড. মোঃ ছাইদুর রহমান এবং সহকারী কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সহকারি পরিচালক মোঃ হাফিজ হাসান, নাঈমা সুলতানা ও মোঃ শাহীনুল ইসলাম। ১২ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণে অফলাইন ওয়েব সাইট তৈরিকরণ, সাইবার সিকিউরিটি, এমএসওয়ার্ড, এমএসএক্সেল, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট, ওপারেটিং সিস্টেম, ই-জিপিতে টেন্ডারিং, ফটোশপ, গুগল ফরম তৈরিকরণ, ই-ফাইল, ব্যানার তৈরিকরণ, ই-বুক তৈরিকরণ, ডিজিটাল ফটোগ্রাফি প্রভৃতি বিষয়ের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেশন উপযোগী অভিজ্ঞ ও সুনামধন্য প্রশিক্ষক মন্ডলী দ্বারা ক্লাস পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণের আরো একটি আর্কষণীয় অংশ ছিল ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুম পরিদর্শন ও এর ব্যবহার শিখন। প্রশিক্ষণার্থীরা এরকম একটি সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য নাটা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানায় এবং ভবিষ্যতে Information & Communication Technology (ICT) এর রিফ্রেশার কোর্সে আগমনের আশা ব্যক্ত করেন।

নাটায় ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব (DSDL) কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ১৮টি দপ্তর/সংস্থার সকল সেবামূখী কার্যক্রমকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এটুআই (a2i) এর যৌথ উদ্যেগে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুরে ৬দিন ব্যাপি ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব (DSDL) কর্মশালা বিগত ২৩-২৮ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ; বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবির; পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস, ডিএই) ড. মোঃ আবদুল মুঈদ এবং জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ, চীফ ষ্ট্র্যাটেজিস্ট (ই-গভর্ন্যান্স), একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মোঃ আঃ ছালাম, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার ড. মোঃ আমিনুর রহমান। ছয়দিন ব্যাপি উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. মোঃ ছাইদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), নাটা, গাজীপুর এবং প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন জনাব মোঃ হামিদুল ইসলাম প্রধান, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, এটুআই।

৬ দিন ব্যাপি উক্ত কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৮টি দপ্তর সংস্থার ৪৪ জন সরকারি কর্মকর্তা ১০টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। দপ্তর/সংস্থার প্রদেয় সেবাসমূহকে জনগনের উপযোগী করে ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে কর্মশালার ১ম দিন ১৮ জন সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহিতা অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি গ্রুপে নির্ধারিত (G2C, G2B) সেবাসমূহকে ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ের ১৪ জন ডিজিটাল সার্ভিস এনালিস্ট অংশগ্রহণ করেন। একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর টীমের ৬ জন কর্মকর্তা সম্পূর্ণ কর্মশালাটির সমন্বয় করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ পরিকল্পনা-২০২১ অনুযায়ী পরিকল্পিত ৭৯টি G2C এবং ৫২ টি G2B সার্ভিসের সেবা প্রদান পদ্ধতি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। সেবা পদ্ধতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেবা প্রধানের ধাপ, সেবাটি প্রদান করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, সেবাটি পেতে কত সময় লাগে এবং নাগরিকের সেবাটি পেতে মোট কত টাকা খরচ হয় এই বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়। সেবা পদ্ধতি স্ববিস্তারে বিশ্লেষণের পর সেবাটিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল এ্যাপস বা ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হলে জনগণের কতটা সময়, অর্থ এবং ভিজিট সাশ্রয় হবে তা নির্ধারণ করা হয়। ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাবে ১০টি সার্ভিস ডিজাইন করা হয়।

যেমন-

১. লাইসেন্স, রেজিষ্ট্রেশন, ক্লিয়ারেন্স ও সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২. কৃষি মাকেটিং এবং বিজনেস লিংকেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৩. ইনসেনটিভ ও গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪. ট্রেনিং, ই-লার্নিং ও ভেন্যু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৫. ক্রপ টেস্টিং এন্ড রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৬. ন্যাশনাল ক্রপ পেস্ট ভার্চুয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৭. মার্কেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড ওয়্যারহাউজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৮. ক্রপ, সিড, জার্মপ্লাজম ও সার ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৯. ইরিগেশন এন্ড স্কিম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং
১০. বর্তমানে চলতি ও বন্ধ সকল সিস্টেম ও মোবাইল এ্যাপস এর উপর বিশ্লেষণ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল দপ্তর প্রধান, অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ, এটুআই প্রোগ্রামের সকল কর্মকর্তা এবং সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ের ডিজিটাল সার্ভিস এনালিস্টগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উচ্চ শিক্ষায় নাটার কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণ

শামসুন নাহার
সিনিয়র সহকারি পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদা ভিত্তিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাটার কর্মকর্তাবৃন্দ দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফলে একাডেমির অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কৃষিকে টেকসই ও সমৃদ্ধ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কৃষি সেক্টরে কর্মরত এই উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তাগণ বর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণ ও সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করবে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নাটার চারজন কর্মকর্তা বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন।

ঝরনা বেগম

সারমিন জুঁই

মোছাঃ আইরিন পারভিন

শাহাদৎ হোসেন সিদ্দিকী

নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রতিষ্ঠানের নাম	বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থার নাম
১	ঝরনা বেগম সিনিয়র সহকারি পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ পেস্ট), পরিচিতি নং-২০১৪	পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (মানব সম্পদ উন্নয়ন)	১২ মাস	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
২	সারমিন জুঁই সিনিয়র সহকারি পরিচালক (বায়োটেকনোলজি), পরিচিতি নং-২৩৯৭	পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (আইসিটি)	১০ মাস	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩	মোছাঃ আইরিন পারভিন সিনিয়র সহকারি পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ ডিজিজ), পরিচিতি নং-২৪০৬	মাস্টার্স (Environmental Earth Science)	১২ মাস	জেমস কুক ইউনির্ভাসিটি, নর্থ কুইন্সল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া	Australia Awards Scholarship

নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রতিষ্ঠানের নাম	বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থার নাম
৪	শাহাদৎ হোসেন সিদ্দিকী সিনিয়র সহকারি পরিচালক (কৃষি বনায়ন), পরিচিতি নং- ২৫৩৩	পিএইচডি (Digital Crop Yield Monitoring and Forecasting Using Remote Sensing Techniques)	৩৬ মাস	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এনএসটি ফেলোশীপ

রিভিউ এবং ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ, ২০১৯

মোঃ হাফিজ হাসান
সিনিয়র সহকারি পরিচালক
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয় আওতাধীন একটা ট্রেনিং একাডেমি। এখানে মন্ত্রণালয়াধীন সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ৯ম থেকে ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত অফিসারদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নাটা বদ্ধ পরিকর। সরকারের বিভিন্ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সময়ে সময়ে কর্মকর্তাদের নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কর্মকর্তাদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য একাডেমি প্রতিবছর প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করে।

এই প্রশিক্ষণ সমূহের বিষয়বস্তু নাটার মিশন এবং ভিশন পূরণে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে সে বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে অভিজ্ঞজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয় রিভিউ এবং ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে। যেখানে প্রত্যেকটা কোর্সের কোর্স কো-অর্ডিনেটর এবং সহকারী কোর্স কো-অর্ডিনেটর তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটা মডিউল এর কোর্স কন্টেন্টে বিশেষজ্ঞ সকলের মতামত নেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ২৯ এবং ৩০ জুন/২০১৯ খ্রি. তারিখে রিভিউ এবং ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শের-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ প্রশাসন একাডেমী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী-কুমিল্লা, গ্রামীণ উন্নয়ন একাডেমী-বগুড়া থেকে প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওয়ার্কসপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল, যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; নাটার সাবেক দু'জন মহাপরিচালক এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়। ওয়ার্কসপে সভাপতিত্ব করেন নাটার ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ আব্দুস ছালাম। নাটার সকল ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞসহ সব মিলিয়ে ৭১ জনের উপস্থিতিতে ২৯ জুন/১৯ তারিখে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত কোর্সসমূহ এবং ৩০ জুন/১৯ তারিখে কারিগরি বিষয়ক কোর্সসমূহের রিভিউ এবং ভ্যালিডেশন করা হয়।

২৯ জুন/২০১৯ তারিখে যে সমস্ত ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত কোর্সসমূহ ভ্যালিডেশন করা হয় সেগুলো হলো:

01. Modern Office Management
02. Public Procurment Procedure
03. Project Appraisal & Formulation of DPP
04. Public Finnancial Management
05. Good Governance
06. Civil case, NIS, RTI, SDGs, APA and Management of Agril. Rules & Regulations
07. Human Resource Management
08. Value Chain Management of Important Crops
09. Innovation in Public Service
10. TOT on Teaching Methods & Techniques

৩০ জুন/২০১৯ তারিখে যে সমস্ত কারিগরি বিষয়ক কোর্সসমূহ ভ্যালিডেশন করা হয় সেগুলো হলো:

01. Seed Technology
02. Advance ICT
03. Food Processing & Preservation Techniques
04. Commercial Farm Management
05. Eco-Friendly Plant Protection Technology
06. Disaster Management in Agriculture
07. Food Security
08. Intigrated Water Resource Management in agriculture
09. Climate Smart Agriculture
10. Good Agricultural Practices
11. Soil Health Management

সকলের মতামতের ভিত্তিতে বেশ কিছু কোর্সসমূহে পরিবর্তন আনা হয়। যেমন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি ৫ দিন থেকে ৮ দিনে, ইকো ফ্রেন্ডলি প্ল্যান্ট প্রটেকশন টেকনোলজি কোর্সটি ৫ দিন থেকে ১০ দিনে উন্নীত করা এবং একটি ফিল্ড ট্রিপ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কিভাবে মহিলাদের অর্ন্তভূক্ত করা যায় সে বিষয়ক একটি সেশন সংযুক্ত করা হয়। কয়েকটা কোর্সে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্টতা অর্জনের লক্ষ্যে কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সর্বোপরি, নাটাতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের অন্যান্য প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়।

আবাসিক ভবনের সামনে রয়েছে কিচেন গার্ডেন করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা। এখানকার বাসিন্দারা টাটকা শাক-সব্জি উৎপাদন করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ও ফুলের বাগান করে মিটাতে পারেন সৌন্দর্য পিপাসু মনের তৃষ্ণা। আরো রয়েছে শারিরীক ব্যায়ামের জন্য নির্মল পরিবেশ।

এসব কিছুর পরেও নাটার আবাসিক এলাকায় মাঝে মাঝে বিদ্যুতের সমস্যাসহ দ্রুত ঝোপঝাড় বেড়ে ওঠার সাথে সাথে মাছি, মশা, সাপ -খোপ ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রব রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের সুনজর, সচেতনতামুলক পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন ও আবাসিক এলাকা সুন্দর রাখার জন্য বাজেট বরাদ্দ।

জীবন ক্ষনস্থায়ী। এই ক্ষনস্থায়ী জীবন সম্পর্কে এক একজনের চিন্তা-ভাবনা, অভিব্যক্তি এক এক রকম। কারও কাছে জীবন মানে যুদ্ধ, জীবন মানে লক্ষ্য অর্জন, জীবন মানে বার বার আশাহত হয়েও আশায় বুক বাধা। আবার কারও কাছে জীবন মানে হাসি-কান্না, জীবন মানে আড্ডা, জীবন মানে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা। মানব মনে জীবন সম্পর্কে এমন ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করার পেছনে সরাসরি প্রভাব ফেলে ব্যক্তির বয়স ও চারপাশের পরিবেশ। কোলাহল মুক্ত, শান্ত, স্নিগ্ধ ও বৈরি পরিবেশের বাহিরে নাটার আবাসিক এলাকাটি বসবাসের জন্য অনিন্দ্য সুন্দর।

বাংলাদেশর জীব বৈচিত্র্য

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপপরিচালক,
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর

ভূমিকাঃ বাংলাদেশ বহমান নদী ও সমুদ্র জলে সর্বাধিক বিধৌত ও প্রভাবিত একটি দেশ। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী বদ্বীপ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ইন্দো-বার্মা অঞ্চলের কাছাকাছি রয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী জীব বৈচিত্র্যের একটি হট স্পট এবং ৭০০০ এরও বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি এ অঞ্চলে রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তা সত্ত্বেও গত দশকে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশও জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য প্রধান আলোচনায় আছে। সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ সংস্থাগুলিও এখন জীববৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেম উন্নতি ও পরিচালনা করার চেষ্টা করছে ।

বাংলাদেশের প্রধান ইকোসিস্টেমসঃ বাংলাদেশে আছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন যার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে- রয়েল বেঙ্গল টাইগার (প্যান্থেরা টাইগ্রিস) এর আবাসস্থল। তার পূর্ব অংশটিতে জীববৈচিত্রের এটি সমৃদ্ধ চিরহরিৎ থেকে আধা চিরহরিৎ একটি বৃহৎ ট্র্যাক্ট কিন্তু বেশিরভাগই এখন ক্ষতিগ্রস্থ; পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব অংশে অনেকগুলি জলাভূমি রয়েছে যা স্থানীয় ভাবে হাওর নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বন তিনটি প্রধান Vegetation Type সহ তিনটি স্বতন্ত্র ইকো সিস্টেম রয়েছে। যেমন পাহাড়ী বন (আধা চিরহরিৎ থেকে চিরহরিৎ); সমতল শাল ভূমি বন ও ম্যানগ্রোভ বন। দেশের প্রকৃত বন কভারেজ নিয়ে কিছু দ্বন্দ্ব আছে, যদিও সরকারী বন কভারেজ ২.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর।

বাংলাদেশের উদ্ভিদ এবং বন জীবের বৈচিত্রতা ঃ বাংলাদেশে একটি সমৃদ্ধ faunal বৈচিত্র্য রয়েছে। বাংলাদেশ প্রায় ১৩৮ টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি, পাখির ৫৬৬ টির বেশি প্রজাতির (পাসেরাইন এবং অ-পাসেরাইন), ১৬৭ টি প্রজাতির সরীসৃপ, ৪৯ প্রজাতি amphibians রয়েছে (আইইউসিএন, ২০১৫)। তাছাড়া, কমপক্ষে ২৫৩ টি প্রজাতি মাছ (অভ্যন্তরীণ মিষ্টি জল), প্রজাপতির ৩০৫ প্রজাতি, চিংড়ি ২৪৯৩ পোকামাকড় প্রজাতি, ৩৬২ টি mollusks প্রজাতি, ৬৬ টি প্রবাল প্রজাতি, ১৫ প্রজাতির crad, ১৯ মাকড়সা প্রজাতি, ১৬৪ প্রজাতির শেত্তলা, echinoderms এর ৪ টি প্রজাতির মধ্যে অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা হয় (আইইউসিএন ২০১৫ এবং ২০০০; ইসলাম *et.al.* ২০০৩)।

বাংলাদেশে জেনেটিক্স এবং শস্য বৈচিত্রতা ঃ বাংলাদেশ কৃষি-জীব বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধশীল রয়েছে এবং ৮ হাজারেরও বেশি ধানের জাত রয়েছে। অন্যান্য ৩০০০ টি শস্য রয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জরিপে জানা যায় যে, ৩০০০ এর বেশি জাতের ডাল, ৭৮১ জাতের তৈলবীজ, ৩৫১৬ শাকসবজি, ১৫৬ টি মশলা, ৮৯ টি ফল রয়েছে (চৌধুরী, ২০১২) বলে রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে পাটের ৫০০০ টির বেশি (উভয় প্রজাতি ও কালটিভার) এবং চা ৪৭৫ টি জাতের রেকর্ড রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতি বর্তমানে হুমকির মুখে রয়েছে। কিছু উচ্চ ফলনশীল ধান এবং শস্যের জাত ও প্রচুর পরিমাণে চাষের কারণে, শস্য ক্ষেতের মধ্যে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন প্রজাতিগুলো হুমকির মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্যের হুমকিসমূহ ঃ গত দশকে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে (রহমান, ২০০৪)। দেশের বাকি গাছপালা, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি এবং সরীসৃপ একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বর্তমানে অসাধারণ হুমকির অধীনে। আইইউসিএনএন (২০১৫) তালিকাভুক্ত মোট ১৫৬ প্রজাতি mammals, পাখি, রেপটাইলস এবং amphibians ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। একটি নির্ভরযোগ্য উদ্ভিদ বৈচিত্র্য পরিসংখ্যান এখনও বাংলাদেশে নেই, তদ্ব্যতীত, এটা প্রত্যাশিতদেশে ১০% উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের একটি সাম্প্রতিক তালিকা জাতীয় হারবারিয়ামে ১০৬ টি ভাস্কুলার উদ্ভিদ চিহ্নিত করা হয়েছে যা হুমকির সম্মুখীন রয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকিতে রয়েছে (খান *et.al.* ২০০১)। প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণে বাংলাদেশের সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির সংরক্ষণ, সুরক্ষিত এলাকা (যেমন, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং খেলা রিজার্ভ), ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং রামসার সাইট ইত্যাদি।

বাংলাদেশে জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় চ্যালেঞ্জ এবং ঝুকিসমূহ

ক) উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব, চরম দারিদ্র্য, এবং বেকারত্ব: বাংলাদেশ এক চরম দারিদ্র ও উচ্চ বেকারত্বের সাথে বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। দেশের ৮৫% এরও বেশি জনগোষ্ঠী গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করছে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ভিদ এবং পশুর উপর নির্ভর করে মানুষের জীবনযাত্রা এবং আয় (মুকুল *et.al.* ২০১২)। গ্রামীণ জ্বালানী খরচ প্যাটার্ন, যা প্রাকৃতিক বন এলাকায় অবনতি সঙ্গে দৃঢ়ভাবে উদ্বিগ্ন।

খ) জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রের পানি বৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্থ। পানির স্তর ৫০ সে.মি. বেড়ে গেলে দেশের অধিকাংশই পানির নিচে চলে যাবে। বাংলাদেশের ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুতর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন, তাপমাত্রা ইত্যাদি বৃহৎ জীবন্ত প্রাণীগুলির সংরক্ষণে, আবাসন ব্যবস্থা এবং ইকোসিস্টেমকে প্রভাবিত করে (আলমগীর *et.al.* ২০১৫)।

গ) বাসস্থান হ্রাস ও ক্ষয় : জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকোসিস্টেম সঠিক রাখা এবং প্রকৃতি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তবে রূপান্তর ভূমি ব্যবহার নিদর্শন, কৃষি জমি সম্প্রসারণ, ফসল ফলানোর পরিবর্তন, উচ্চ ফলনশীল জাতের কালটিভার, নগরীকরণ, সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, বাঁধ, শিফটিং চাষ, উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ এবং মানুষের তৈরি অন্যান্য কার্যক্রম, বন্য আবাসস্থল এবং জীব বৈচিত্রের ব্যাপক ক্ষতি করেছে।

ঘ) অবৈধ শিকার, লগিং এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ: বন্য প্রাণী এবং তাদের অংগগুলির (উদাঃ হাড়, পশম, হাতির দাঁতের) একটি বড আন্তর্জাতিক বাজার আছে (মূলত অবৈধ) প্রধানত তাদের নান্দনিক ও ঔষধি মূল্যের জন্য (মুকুল *et.al.* ২০১২ বি, ২০১৪ বি)। এছাড়া অবৈধ লগিং, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, অ-কাঠের বনজ পণ্য, অস্থিতিশীল ফসল, ঔষধ উদ্ভিদসহ দেশের জীববৈচিত্র্য হ্রাসের জন্যও দায়ী (মুকুল *et.al.* ২০১০; খান *et.al.* ২০০৯)।

ঙ) পরিবেশ দূষণ এবং অবনতি: জলাশয়ের প্রধান হুমকিগুলির মধ্যে একটি বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য মাটি ও পানির দূষণ। পরিবেশ ও পানি দূষনে জলজ ইকোসিস্টেম মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে বিষাক্ত অ্যাগ্রোকেমিক্যালস (যেমন- রাসায়নিক সার, কীটনাশক)।

চ) আইনি ও নীতি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা: পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর অভাব এবং উপযুক্ত নীতি, বিদ্যমান দূর্বল বাস্তবায়ন নীতি, সেক্টরাল কার্যক্রম একত্রীকরণের অভাব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ (চৌধুরী *et.al.* ২০১৪; রশিদ *et.al.* ২০১৩)। পাশাপাশি, দেশে জীববৈচিত্র্য ক্ষতির অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র সমন্বয় এবং ক্রস সেক্টরীয় ইন্টিগ্রেশন, দুর্বল জাতীয় তথ্যসিস্টেম এবং ইকোসিস্টেম গঠন।

উপসংহার: বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ একটি ঝুকিপূর্ণ দেশের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগই পারে বন্য পশু, উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে।